দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 25 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

121

জরিপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ সন্ত্রাস, সেশনজট ও সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা প্রসঙ্গে

এএইচএম আমিনুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশের পর)

১. জাতির সঙ্কটকালে ছাত্র-শিক্ষকদের আন্দোলন করা উচিত (৪৪%)।
২. ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকা উচিত (২৮%)।
৩. লেজুড়বৃত্তি ভিত্তিক রাজনীতি করা উচিত নয় (২০%)।
৪. (২০ জনের কাছ থেকে কোন স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায়নি)।

অতীতে ঢাকাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ দেশ ও জাতির মুক্তকণ্ঠ বলে অভিহিত হতেন। তাঁরা জাতির বিবেক হিসাবে কাজ করেছেন। তাঁদের মেধা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। উপযুক্ত সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে সঙ্কটকালে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এটাই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য। আমাদের উত্তরদাতাদের মধ্যে অধিকাংশই (৪৪%) দেশের কোন রাজনৈতিক সঙ্কটকালে ছাত্র-শিক্ষকদের আন্দোলন করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক সজাগ-সচেতন ব্যক্তির রাজনীতি করার অধিকার আছে। অধিকার কেড়ে নিতে হয়, অধিকার লড়াই করে অর্জন করতে হয়। দেশ ও জাতির স্বার্থে সকল প্রকার হীনস্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য ও মতামত প্রকাশের এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন করার অধিকার ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সকলের থাকা উচিত। কিন্তু যেহেতু রাজনীতির নামে দলাদলি, সন্ত্রাস ও রক্তপাত হয় সেজন্য উত্তরদাতাদের অনেকেই শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি বন্ধ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ছাত্র-শিক্ষকরা কোন রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি করবে না কিংবা রাজনীতিকে আশ্রয় করে কোন প্রকার অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লুটবে না এরকম অবস্থা সকলেরই কাম্য। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি বন্ধ হলে শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নত হবে। অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে তারা বাড়ি ফিরতে পারবে এমনটি আশা করতে পারবে। পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা মেনে চলা উচিত ছাত্রদের। শিক্ষক-অভিভাবকদের কথা মান্য করে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন অতিক্রম করা উচিত যাতে ভবিষ্যতে তারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে সুযোগ্য নেতৃত্বদানে সমর্থ হয়। উত্তরদাতারা যথাক্রমে ১৯৪৭, ১৯৫২, ১৯৬৯, ১৯৭১ এবং ১৯৯০ সালে জাতির ক্রান্তিলগ্নে ছাত্র-শিক্ষকরা রাজনীতি করেছে এবং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে বলে উল্লেখ করেছেন।